আমাদের সময়

তারিখ ... 13 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

ইউজিসির নিয়ম মানে না প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম ব্যুরো ●

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মালিনাকাধীন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কোনো নির্দেশনাই মানা হয় না। এখানে রাষ্ট্রপতি মনোনীত কোনো উপাচার্য নেই। নেই উপ-উপাচার্য কিংবা ট্রেজারার। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে চলে আসছে এর কার্যক্রম।

ইউজিসির অব্যাহত আপত্তির মুখেও প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ১৪ বছরে ইউজিসির অনুমোদিত কোনো উপাচার্য নেই প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের একটি প্যানেল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু শর্তগুলো যথাযথভাবে পূরণ না হওয়ায় তা গ্রহণ করেনি ইউজিসি। এ অবস্থায় নতুন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আজ বৃহস্পতিবার প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ইউজিসির সঙ্গে ঢাকায় বৈঠকে বসছেন। সঙ্গে থাকছেন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। সংকটের কথা স্বীকার করে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আমাদের সময়কে বলেন, ইউজিসির শর্ত না মানায় বলতে হবে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছুই এতদিন অবৈধভাবে চলেছে। আমি তাই ইউজিসির সঙ্গে বৈঠক করে বিষয়টির সুরাহা করতে চাই। মেয়র হিসেবে আ জ ম নাছির উদ্দীন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। সেই হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে তিনি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা দিকনির্দেশনা দিয়ে এসেছেন। তার পূর্বসূরি মোহাম্মদ মনজুর আলমের আমলে এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিষয়টি দেখভাল করতেন সাবেক মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। ২০০১ সালে মহিউদ্দিন চৌধুরী মেয়র থাকাকালে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়।

প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার বলে জানান ডেপুটি রেজিস্ট্রার মো. খোরশেদুর রহমান। নগরীর চারটি জায়গায় রয়েছে এর স্থায়ী ক্যাম্পাস। ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এখানে উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন প্রফেসর আনোয়ারুল আজিম আরিফ। এরপর দায়িত্ব নেন প্রফেসর ড. অনুপম সেন। তিনি বর্তমানে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড এই নিয়োগ ও মেয়াদ বৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করে থাকে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নগরীর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হিসেবে পরিচিত জিইসি মোড়ে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ৬৪ কাঠা জমি

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

ইউজিসির নিয়ম মানে না

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) কেনার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় দুর্নীতি দমন কমিশন-দুদক ইতোমধ্যে সাবেক দুই মেয়র মোহাম্মদ মনজুর আলম ও এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন তদন্ত করেছে। তদন্তের বিষয় ছিল জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৯ কোটি ৬০ লাখ টাকা নগদ প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে দরপত্র না দেওয়া ইত্যাদি।